মেহেরপুরে সাবেক কাউন্সিলরসহ ৩ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরে সন্ত্রাস দমন আইনে সাবেক কাউন্সিলর মঞ্জুরুল কবির রিপনসহ ৩ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গতকাল সোমবার রাতে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একাধিক টিম শহরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে।

গ্রেফতার কৃত মঞ্জুরুল কবির রিপন মেহেরপুর পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর ছিলেন। বাকিরা হলেন- শিশু বাগান পাড়ার নুরুল ইসলামের ছেলে এনামুল হক বাবু, নতুন পাড়ার আব্দুল কাদেরের ছেলে হৃদয়।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি মেসবাহ উদ্দিন জানান, সারাদেশে অপরারেশন ডেভিল হান্ট অভিযানের অংশ হিসেবে সন্ত্রাস দমন আইনে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে তাদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

এছাড়া মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে গাংনী উপজেলার নওয়াপাড়া থেকে দবির আলী নামের এক আসামিকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

ঝিনাইদহে তিন চেয়ারম্যানের জামিন না মঞ্জুর, জেল হাজতে প্রেরণ

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ৩ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের জামিন না মঞ্জুর করে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

সোমবার (১০ জানুয়ারী) সকালে ঝিনাইদহ আমলী আদালতে হাজির হলে বিচারক তাদের জামিন না মঞ্জুর করে আদালতে প্রেরণের আদেশ দেন।

গত ৪ আগষ্ট ঝিনাইদহ জেলা বিএনপি অফিস ও জেলা বিএনপির সভাপতি এডভোকেট এমএ মজিদের বাড়িতে ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগের মামলায় ১নং সাধুহাটী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কাজী নাজির উদ্দিন, ৫নং কুমড়াবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম ও ১০নং হরিশঙ্করপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ আল মাসুম ১০ ফেব্রুয়ারী আদালতে হাজির হয়ে জামিন আবেদন করলে বিজ্ঞ বিচারক তাদের জামিন না মঞ্জুর করে জেল হাজতে প্রেরণের এই আদেশ দেয়।

দর্শনায় গাঁজা ও নিয়মিত মামলার আসামীসহ গ্রেফতার-৬

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানা পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে ১ কেজি গাঁজাসহ ও নিয়মিত মামলার আসামীসহ ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

সোমবার (১০ ফেব্রয়ারী) গভীর রাতে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ শহীদ তিতুমীরের নেতৃত্বে, দর্শনা থানার এস আই মাসুদুর রহমান আসামিদের নিজ নিজ বাড়ি অভিযান চালিয়ে নিয়মিত মামলার ৫ আসামীকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃত আসামী হলো দর্শনা থানার বেগমপুর ইউনিয়নের কৃষ্ণপুর বোয়ালিয়া গ্রামের মৃত্যু জাফর আলীর ছেলে সালাউদ্দিন (৩৩), নবগঠিত নেহালপুর ইউনিয়নের কুন্দিপুর গ্রামের সৈয়দ আলীর ছেলে জামাল উদ্দিন (৫৫) একই ইউনিয়নের রমজান মন্ডলের ছেলে মফিজুল ইসলাম
(৪৬) ও দর্শনা পৌরসভার কলেজ পাড়ার মহিদুল ইসলামের ছেলে জি আর মামলার আসামী রনি (২৯) ও দর্শনা শান্তি পাড়ার মৃত্য ওয়াসিমের ছেলে, সজল ওরফে সুজনকে (২২) গ্রেফতার করে।

অপরদিকে সোমবার দুপুর সাড়ে ১২ টার দিকে দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে দর্শনা পুরাতন বাজার টু পরানপুরগামী মেসার্স হাবলু ট্রেডার্স নামক মুদি দোকানের সামনে পাঁকা রাস্তার উপর তার ব্যবহারিত পাখিভ্যান তল্লাশি করে ১ কেজি গাঁজাসহ সুমনকে

(৪২) গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃত সুমন দর্শনা থানার কুড়ালগাছি ইউনিয়নের চন্ডিপুর গ্রামের আবুল বাশারের ছেলে। গতকালই তাদের ৬ জনকে গ্রেফতার পূর্বক চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে অপারেশন ডেভিল হান্ট, আওয়ামী লীগ কর্মী গ্রেফতার

মেহেরপুরে যৌথবাহিনী পরিচালিত অপারেশন “ডেভিল হান্টে” বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সন্ত্রাস বিরোধী আইনে দায়ের মামলায় আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা তানসেন আলীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

তানসেন আলী মেহেরপুর শহরের ১ নং ওয়ার্ড নতুনপাড়ার মৃত সিরাজুল ইসলামের ছেলে। মেহেরপুরে কর্মরত সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে পরিচালিত যৌথবাহিনীর সদস্যরা গতরাতে তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তানসেনকে গ্রেফতার করেন। মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মেসবাহ উদ্দীন এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের উপর হামলার অভিযোগে ছাত্রনেতা হাসনাত জামানের সন্ত্রাস বিরোধী আইনে দায়ের করা জিআর ২৬৩/২৪ নং মামলার এজাহার নামীয় ৯১ নং আসামি।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থী হাসনাত জামান বাদি হয়ে সন্ত্রাস দমন আইনে সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, তার স্ত্রী মোনালিসা হোসেন, ভাই সরফরাজ হোসেন মৃদুলসহ ১৬৬ জনের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন।

এই মামলায় সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনকে প্রথম দফায় ২ দিন ও পরবর্তিতে দ্বিতীয় দফায় ৫ দিনের রিমান্ডে রয়েছে।

মেহেরপুরে তিনটি ইটভাটা বন্ধ, ২ লাখ ৩০ হাজার টাকা জরিমানা আদায়

মেহেরপুরে পরিবেশ অধিদপ্তর ও জেলা প্রশাসনের যৌথ নেতৃত্বে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হিজলবাড়িয়া গ্রামে তিন ফসলি জমিতে গড়ে ওঠা তিনটি অবৈধ ইটভাটায় অভিযান পরিচালনা করে বন্ধ ঘোষণার পাশাপাশি ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। একই সঙ্গে তিন ইটভাটা থেকে ২ লাখ ৩০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

সোমবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত এ অভিযান চালানো হয়। এসময় বিপুল পরিমাণ কাঁচা ইট পানি দিয়ে বিনষ্ট করা হয়েছে। জরিমানা করা হয়েছে, এসএইচবিসি ইটভাটার মালিক ইকরামুল হককে ২ লাখ টাকা, ফোর স্টার ব্রিকসে শ্রমিক হিসেবে কাজ করার অপরাধে শ্রমিক ইকলাছুর রহমানকে ১০ হাজার, বলাকা ব্রিকসের মালিক মিলন হোসেনকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

এসময় ফায়ারা সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সদস্য দিয়ে পানি ছিটিয়ে ফোর স্টার ব্রিকস’র কাঁচা ইট ধ্বংস ও এক্সকাভেটর দিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়েছে হিজলবাড়িয়ার বলাকা ব্রিকস।

ভাটাগুলো অবৈধভাবে পরিচালিত হচ্ছিল। একই সঙ্গে তিনটি ইটভাটায় ২ লাখ ৩০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। প্রত্যেক ইটভাটায় কমপক্ষে ২০ থেকে ৩০ একর তিন ফসলি জমি ব্যবহার করা হয়েছে। এসময় বিপুল সংখ্যক উৎসুক জনতাও ভিড় জমান।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাদ্দাম হোসেন। উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারি পরিচালক মোজফ্ফর খান। ভ্রাম্যমাণ আদালতকে সহযোগীতা করেন, গাংনী থানা পুলিশ ও বামন্দী ফায়ার সার্ভিসের একটি টিম।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাদ্দাম হোসেন

জানান, ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ সনের ৫৯ নং আইনে দুটি ইটভাটাতে অভিযান চালিয়ে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এসময় ভাটা দুটিতে পানি দিয়ে কাঁচা ইট বিনষ্ট ও এক্সকাভেটর দিয়ে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। পরিবেশদূষণ রোধে অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। পর্যায়ক্রমে জেলার সকল অবৈধ ইটভাটাতে অভিযান চালানো হবে।

উল্লেখ্য, পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র ছাড়াই জেলার তিনটি উপজেলায় প্রায় ১০৮ টি ইটভাটা গড়ে উঠেছে বলে জানান জেলা প্রশাসন।

অপারেশন ডেভিল হান্ট’ শুরু

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে ও সন্ত্রাসীদের আইনের আওতায় আনতে যৌথ বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত আইনশৃংখলা বাহিনী পরিচালিত ‘অপারেশন ডেভিল হান্ট’ এর প্রথমদিনেই গাংনীতে দুই জনকে আটক করা হয়েছে। এরা হলেন, গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া গ্রামের মোশররফ হোসেন ও তেরাইল গ্রামের রুবেল হোসেন।

গতকাল শনিবার বিকালে গাংনী থানা পুলিশ ও মেহেরপুর সেনাবাহিনীর একটি টিম যৌথ অভিযান চালিয়ে এই দুইজনকে আটক করে।
তবে, তাদের কাছে থেকে ২ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। ফলে মাদক আইনে মামলা দিয়ে আদালতে প্রেরণ করা হবে বলে জানান গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল।

ওসি বানী ইসরাইল জানান, মেহেরপুর সেনাবাহিনী ও গাংনী থানা পুলিশের যৌথটিম শনিবার বিকালের দিকে তাদের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে আটক করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের কাছ থেকে দুই গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

আজ রবিবার সকারেল দিকে আটকদের আদালতে নেওয়া হবে বলে জানান ওসি বানী ইসরাইল।

মেহেরপুরে দুই সাজাপ্রাপ্তসহ ৫ আসামি গ্রেফতার

দু’জন সাজাপ্রাপ্তসহ আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৫ জন পলাতক আসামি গ্রেফতার করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ।
শুক্রবার দিবাগত রাত থেকে গতকাল শনিবার ভোররাত পর্যন্ত সদর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশ পতক অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেফতার করে পুলিশ।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মেসবাহ উদ্দিন শনিবার বিকালে প্রেসনোট দিয়ে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, মেহেরপুর সদর থানার মামলা নং ৩৬ তাং ২৫/০৯/২১, জিআর নং-২৯২/২১ মামলায় এক বছরের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি মেহেরপুর শহরের ৫ নং ওয়ার্ডের হঠাৎপাড়া এলাকার মৃত নুর হোসেনের ছেলে মোঃ সহিদুল ইসলাম, সিআর ২৭/২০১৯ মামলায় ৩ মাসের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি সদর উপজেলার চাঁদবীল গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে রাজু আহমাদ, জিআর ৪১/২০১৯ মামলার পলাতক আসামি কালিগাংনী গ্রামের মৃত নিয়ামত আলীর ছেলে মোকাদ্দেস ইসলাম, সিআর ৯৭৫/২০২৩ (ঝিনাইদহ কোর্ট) মামলার পলাতক আসামি শিশিরপাড়া গ্রামের নজরুল ইসলামের স্ত্রী মোছা: রসিয়া খাতুনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

ছাড়া ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ধারা ১৫(৩)/২৫ ডি আইনে দায়ের করা মামলা নং ৩৭, তারিখ ২৪/১১/২৪ এর এজাহার নামীয় আসামি শোলমারী গ্রামের মোতালেব হোসেনের ছেলে মো: সেন্টু মিয়াকে (৪০) তার নিজ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ উদ্দিনের নের্তৃত্বে সঙ্গীয় এসআই (নিঃ) মোঃ ফারুখ হোসেন, এসআই (নিঃ) অরুন কুমার দাস, এসআই (নিঃ) শফিকুল ইসলাম শিশু, এসআই (নিঃ) উজ্জল হোসেন, এএসআই(নিঃ) দেবদাস মন্ডল, এএসআই(নিঃ) মোঃ মিরাজুল ইসলাম, এএসআই(নিঃ) মোঃ হাসান শাহনেওয়াজ, এএসআই(নিঃ) মোঃ মাহবুব আলম ও সঙ্গীয় ফোর্স পৃৎক এসব অভিযানে অংশ নেন।

গ্রেফতারকৃত আসামিদের বিকালে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মুজিবনগরে অস্ত্রসহ দুই ছিনতাইকারী আটক

মুজিবনগরে ছিনতাই করার সময় জনগণের সহায়তায় দুই ছিনতাইকারীকে আটক করছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

গতকাল শুক্রবার রাত নয়টার দিকে মুজিবনগর কমপ্লেক্সের পিছন ভবেরপাড়া আনন্দবাস সড়কের জৈনেক ফিরোজ মোল্লাদের মেহগনি বাগানের কাছ ছিনতাই করার সময় তাদেরকে আটক করা হয়।

আটককৃত ছিনতাইকারীরা হল উপজেলার আনন্দবাস গ্রামের শহিদুল ইসলাম এর ছেলে মো. স্বাধীন আলী (২০) এবং আসান মল্লিক ছেলে সেলিম মল্লিক (৩২)।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, মুজিবনগর উপজেলার বগোয়ান ইউনিয়নের জয়পুর গ্রামের নজির হালসোনার ছেলে আলী হোসেন একজন ক্ষুদ্র আলু ব্যবসায়ী তিনি উপজেলার বিভিন্ন সাপ্তাহিক হাটে আলু বিক্রয় করেন। প্রতিদিনের ন্যায় তিনি ভবেরপাড়া গ্রামের সাপ্তাহিক হাটে আলু বিক্রিয় করতে আসেন আলু বিক্রয় শেষে সন্ধ্যা সাড়ে ৮ টার দিকে ভবেরপাড়া বাজার হতে বাই সাইকেল যোগে মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ কমপ্লেক্স এর পিছনের রাস্তা দিয়ে আনন্দবাসের দিকে যাওয়ার সময় ভবেরপাড়া গ্রামের ফিরোজ মোড়লের মেহগনি বাগানের সামনে দুইজন ছিনতাই কারি হাতের দা ও লাঠি নিয়ে পথ রোধ করে কুপিয়ে মেরে ফেলার ভয় দেখিয়ে তার নিকটে থাকা আলো বিক্রয়ের নয় শত টাকা নিয়ে নাই পরে তার ডাক চিৎকার শুনে মাঠের লোকজন এগিয়ে আসলে ছিনতাইকারীরা দৌড়ে পালানোর সময় আনন্দবাস মোড়ে থাকা পুলিশের দল দ্রুত এসে তাদেরকে হাতেনাতে আটক করে। সময় পুলিশ তাদের কাছ থেকে ছিনতায় হওয়া নয় শত টাকা একটি ধারালো দা এবং লাঠি আকৃতি একটি গাছের ডাল উদ্ধার করে।

মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমান ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানান, ছিনতায় করার সময় হাতেনাতে ২ ছিনতাইকারিকে আটক করে ১৮৬০ সালের পেনাল কোডের ৩৯২ ধারায় মামলা দিয়ে শনিবার বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

মুজিবনগরে ওয়ারেন্ট ভুক্ত চার আসামী গ্রেফতার

মুজিবনগরে বিভিন্ন মামলার ওয়ারেন্ট ভুক্ত ৪ আসামীকে গ্রেফতার করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

শনিবার রাত ১টা হতে ভোর ৫ টা মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমান এর নের্তৃত্বে এস আই উত্তম কুমার, এস আই নাজমুল ইসলাম, এ এস আই সোহেল রানা, এ এস আই সিমা খাতুন ও সঙ্গীয় ফোর্স সহ মুজিবনগর থানার বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করে সি আর - ৮১/২৪, সি আর- ১১৫/২৪ ওয়ারেন্টভুক্ত আসামী বিদ্যাধরপুর গ্রামের আলিউল আজিম এর স্ত্রী আলিয়া খাতুন, সি আর নং-১১৫/২৪ এর ওয়ারেন্টভুক্ত আসামী মাঝপাড়া গ্রামের মৃত আজিজুল এর ছেলে ঝন্টু, মাঝপাড়া গ্রামের মৃত আজিজুল এর স্ত্রী আম্বিয়া খাতুন, জি আর নং- ৮২/২১ এর ওয়ারেন্টভুক্ত আসামী ভবেরপাড়া গ্রামের মৃত জানিয়েল মন্ডল এর ছেলে সাগর মন্ডল কে নিজ এলাকা হতে গ্রেফতার করা হয়।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমান জানান মুজিবনগর থানার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করে আসামীদেরকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

সেই সাথে মুজিবনগর থানা এলাকায় ওয়ারেন্ট মূলে আসামী গ্রেফতার ও মাদক উদ্ধার অভিযান অব্যাহত আছে।

মেহেরপুরে পরোয়ানাভুক্ত ও মাদক মামলার ৫ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরে অভিযান চালিয়ে আদালতের পরোয়ানাভুক্ত চারজন ও মাদক মামলার একজনসহ পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

শুক্রবার (৭ ফ্রেব্রুয়ারি) সকাল থেকে শনিবার (৮ ফেব্রুয়ারি) ভোর পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে থেকে আসামিদের গ্রেফতার করা হয়।

এদের মধ্যে আদালতের পরোয়ানাভুক্ত জিআর, ও সিআর মামলায় ৪ জন ও মাদক মামলায় মেহেরপুর থানা পুলিশের অভিযানে একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

পুলিশ সুপার মাকসুদা আক্তার খানমের সার্বিক দিকনির্দেশনায় মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ উদ্দিনের নেতৃত্বে এ বিশেষ অভিযান পরিচালিত হয়।

গ্রেফতারকৃত আসামিরা মোঃ সহিদুল ইসলাম মেহেরপুর থানার জিআর নং- ২৯২/২১ (সাজাপ্রাপ্ত) মামলার আসামি, মোঃ মোকাদ্দেস ইসলাম মেহেরপুর সদর থানার মামলা নং-২০ (তারিখ-১৬/০২/২০১৯) এর আসামি, মোঃ রাজু আহাম্মদ সিআর সাজা নং-২৭/২০১৯ (মেহেরপুর) মামলার আসামি, মোছাঃ রশিয়া খাতুন ঝিনাইদহ সিআর নং-৯৭৫/২০২৩ মামলার আসামি, মোঃ সেন্টু মিয়া মেহেরপুর সদর থানার এফআইআর নং-৩৭ (তারিখ-২৪/১১/২০২৪) এর আসামি, যাকে ১৫(৩)/২৫ডি স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট ১৯৭৪-এর আওতায় গ্রেফতার করা হয়েছে।

অভিযান চলাকালে আসামিদের নিজ নিজ বাড়ি থেকে আটক করা হয়। পরে গ্রেফতারকৃতদের বিজ্ঞ আদালতে পাঠানো হয়ছে।

মেহেরপুর সদর থানার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, এলাকায় মাদকবিরোধী ও ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি গ্রেফতারের অভিযান অব্যাহত থাকবে।